শেষ বিদায়ের আগে
রেখে যাও কিছু উত্তম নিদর্শন

বই | শেষ বিদায়ের আগে রেখে যাও কিছু উত্তম নিদর্শন
মূল | শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ
অনুবাদ | হাসান মাসরুর
প্রকাশক | মুফতি ইউনুস মাহবুব

শেষ বিদায়ের আগে

রেখে যাও কিছু উত্তম নিদর্শন

RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

শেষ বিদায়ের আগে রেখে যাও কিছু উত্তম নিদর্শন

শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

গ্রন্থস্বত্ব © রুহামা পাবলিকেশন

প্রথম প্রকাশ

শাওয়াল ১৪৪০ হিজরি / জুন ২০১৯ ইসায়ি

অনলাইন পরিবেশক

ruhamashop.com

rokomari.com

wafilife.com

মূল্য : ১৩৪ টাকা

RUHAMA PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

দোকান নং ৩১২, ৩য় তলা, ৪৫ কম্পিউটার কমপ্লেক্স,

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

+৮৮ ০১৮৫০৭০৮০৭৬

ruhamapublication1@gmail.com

www.fb.com/ruhamapublicationBD

www.ruhama.shop

সূচিপত্র

অবতরণিকা | ০৭
সীমাবদ্ধ উপকারী ও বিস্তৃত উপকারী আমলের মধ্যকার পার্থক্য | ০৯
বিস্তৃত উপকারী আমল | ০৯
সীমাবদ্ধ উপকারী আমল | ০৯
উভয় প্রকার আমলের মধ্যে কোনটি উত্তম? | ০৯
মানব-উপকার নবি-রাসুলদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য | ১১
সাহাবায়ে কিরাম ও সালিহগণ এ পথেরই পথিক ছিলেন | ১২
কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বিস্তৃত উপকারী আমলের মহান প্রতিদান | ১৪
বিস্তৃত উপকারী আমলের কিছু দৃষ্টান্ত | ২৬
আল্লাহর পথে আহ্বান | ২৬
মানুষকে উপকারী ইলম শিক্ষা দেওয়া | ২৭
জীব-জন্তু কেন আলিমের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে? | ৩১
ইবাদতে মগ্ন হওয়া উত্তম না ইলম পঠন-পাঠনে লিপ্ত হওয়া উত্তম? | ৩২
জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ | ৩৩
আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দেওয়া | ৩৫
মুসলিমদের পাহারায় আব্বাদ বিন বিশর ﷺ | ৩৬
মসজিদ নির্মাণ | ৩৮
নাসিহা ও কল্যাণ কামনা | ৩৯
মানুষের মাঝে মীমাংসা করা | ৪২
সুপারিশ করা ও মাজলুমদের সাহায্য করা | ৪৬
মানুষের অভাব-অনটনে সাহায্য করা, তাদের প্রয়োজন পূরণ করা ও বিপদাপদে তাদের পাশে দাঁড়ানো | ৪৭
করজে হাসানাহ ও অসচ্ছল ঋণগ্রহীতাকে সময় দেওয়া | ৬৪
খানা খাওয়ানো | ৬৫
এতিমের প্রতি অনুগ্রহশীল হওয়া | ৬৭
মিসকিন ও বিধবাদের সেবায় ব্যয়িত প্রচেষ্টা | ৬৯

প্রতিবেশীর প্রতি সদ্ব্যবহার করা | ৭১
আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা | ৭৪
মুসলমানদের খোঁজ-খবর নেওয়া | ৭৫
রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো | ৭৭
মানুষকে এমন কাজের মাধ্যমেও সাহায্য করা, যা দেখতে ছোট কিন্তু আল্লাহর কাছে তার প্রতিদান অনেক বেশি | ৭৮
সৎভাবে যেকোনো কাজের মাধ্যমে মানুষের উপকার করা, যদিও তা একটি বাক্য দ্বারাও হয়.. | ৭৯
দুআর মাধ্যমেও মানুষের উপকার করা সম্ভব | ৮০
পথ দেখানোর মতো কাজ হলেও উপকার করা | ৮০
প্রাণিকুলের প্রতি সদয় হওয়া | ৮২
মৃত্যুর পর যা অবশিষ্ট থাকবে | ৮৩
প্রথমত, ইমান ও সৎ কাজ | ৮৩
দ্বিতীয়ত, উত্তম আদর্শ | ৮৫
তৃতীয়ত, উপকারী ইলম, সদাকায়ে জারিয়া ও পিতা-মাতার জন্য দুআরত নেক সন্তান | ৮৭
চতুর্থত, মানুষকে ভালো কাজের জন্য প্রস্তুত করা | ৯২
পঞ্চমত, শরিয়তসম্মত পন্থায় ওয়াকফ করা | ৯৮
পরিশিষ্ট | ১০২

بسم الله الرحمن الرحيم

অবতরণিকা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد

সবচেয়ে বড় প্রতিদানযোগ্য ও আল্লাহর সর্বাধিক সন্তুষ্টিময় আমলের একটি হলো—এমন আমল, যার উপকার কেবল নিজের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে না; যার মাধ্যমে কেবল আমলকারী নিজেই উপকৃত হয় না; বরং তার এই ভালো কাজের মাধ্যমে আরও অনেকেই উপকৃত হয়। এমন আমলের উপকারিতা ব্যাপক হয়। এমনকি এর দ্বারা অনেক সময় বিভিন্ন প্রাণীও উপকৃত হয়।

সবচেয়ে উপকারী নেক আমল তো সে আমল, যার সাওয়াব আপনি অন্ধকার কবরে নিঃসঙ্গ থাকাবস্থায়ও পাবেন। প্রত্যেক মুসলিমের অবশ্য কর্তব্য, মৃত্যুর পূর্বে উপযুক্ত আমল করে যাওয়া, মৃত্যুর পূর্বে এমন কোনো অবলম্বন রেখে যাওয়া—যার দ্বারা সে কবরে শুয়ে শুয়ে নিজেও উপকৃত হবে এবং অন্যান্য মানুষও উপকৃত হবে। আল্লাহ তাআলা তো সত্যই বলেছেন :

وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا

'তোমরা নিজেদের জন্য কল্যাণকর যা কিছু অগ্রে পাঠাবে, তা আল্লাহর কাছে উত্তমরূপে এবং পুরস্কার হিসেবে বর্ধিতরূপে পাবে।'[১]

وكن رجلاً إن أتوا بعده " يقولون : مرّ وهذا الأثرْ

১. সূরা আল-মুজ্জাম্মিল : ২০

'তুমি এমন ব্যক্তি হও; যেন তোমার পরবর্তীরা এসে বলে, তিনি চলে গেলেন—রেখে গেছেন এ নিদর্শন।'

এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে কিছু আলোচনা করার ইচ্ছে করেছি। আল্লাহ যেন তাওফিক দান করেন। আমিন।

মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

সীমাবদ্ধ উপকারী আমল ও বিস্তৃত উপকারী আমলের মধ্যকার পার্থক্য

বিস্তৃত উপকারী আমল

বিস্তৃত উপকারী আমল এমন আমল, যা থেকে কেবল আমলকারীই নয়; বরং অন্যরাও উপকৃত হয়। হোক সেটা পরকালীন, যেমন : দ্বীন শিক্ষা দেওয়া, আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়া; অথবা হোক সেটা ইহকালীন, যেমন : কারও কোনো প্রয়োজন পূর্ণ করা, মাজলুমদের সাহায্য করা।

সীমাবদ্ধ উপকারী আমল

সীমাবদ্ধ উপকারী আমল হলো এমন আমল, যার উপকার ও সাওয়াব কেবল আমলকারীর সাথেই সীমাবদ্ধ থাকে। যেমন : রোজা, ইতিকাফ প্রভৃতি আমল।

উভয় প্রকার আমলের মধ্যে কোনটি উত্তম?

ফুকাহায়ে কিরাম সীমাবদ্ধ উপকারী আমলের তুলনায় বিস্তৃত উপকারী আমলকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাদের মধ্যে অনেকেই বলেছেন, 'সর্বোত্তম ইবাদত হচ্ছে, যার মধ্যে সর্বাধিক উপকার নিহিত রয়েছে। কারণ, কুরআন-সুন্নাহতে মানুষের জন্য উপকারী আমলের ব্যাপারে অনেক আয়াত-হাদিস বর্ণিত হয়েছে। কুরআন-সুন্নাহর এ সকল নস এ ধরনের উপকারী আমলগুলো দ্রুত করা এবং মানুষের প্রয়োজন পুরো করার বিষয়টিও বুঝিয়ে থাকে। সে সকল নস থেকে কিছু নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

আবু দারদা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেন :

إِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ

'সাধারণ একজন ইবাদতকারীর ওপর একজন আলিমের মর্যাদা নক্ষত্ররাজির ওপর পূর্ণিমা রাতের চাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের ন্যায়।'[২]

রাসুল ﷺ আলি ﷺ-কে লক্ষ্য করে বলেন :

لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ

'আল্লাহ তাআলা তোমার মাধ্যমে একজন লোককে হিদায়াত দেওয়া তোমার জন্য লাল উটের চেয়েও উত্তম।'[৩]

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا

'যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজের দিকে আহ্বান করে, তার জন্যও আমলকারীর সমান প্রতিদান অবধারিত। তার এ প্রতিদান-প্রাপ্তি আমলকারীদের প্রতিদান হ্রাস করবে না।'[৪]

ব্যক্তিগত নেক আমল তথা সীমাবদ্ধ উপকারী আমলগুলো আমলকারীর মৃত্যুবরণের সাথে সাথেই বন্ধ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে বিস্তৃত উপকারী আমলের আমলকারী ব্যক্তির মৃত্যুর সাথে সাথে তার নেক আমলের দরজা বন্ধ হয়ে যায় না; বরং তা একটা সময় পর্যন্ত চলতে থাকে।

আল্লাহ তাআলা আম্বিয়া আ.-কে কিছু বিশেষ গুণ দিয়ে প্রেরণ করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহশীল হওয়া, তাদেরকে হিদায়াতের পথ দেখানো, তাদের জীবনযাপন ও প্রত্যাবর্তনের ক্ষেত্রে উপকার সাধন করা। বৈরাগ্য বা একাকী জীবনযাপন করতে কিংবা জাতির কাছ থেকে দূরে থাকার জন্য নবি-রাসুলদের প্রেরণ করা হয়নি। এ জন্যই নবিজি ﷺ

২. সুনানু আবি দাউদ : ৩৬৪১
৩. সহিহু মুসলিম : ২৪০৬
৪. সহিহু মুসলিম : ২৬৭৪

সেসব লোকের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন, যারা জনবিচ্ছিন্ন হয়ে ইবাদত-বন্দেগি নিয়েই ব্যস্ত থাকে এবং মানুষের থেকে দূরে থাকে।[৫]

এই আলোচনা থেকে আবার এমনটা বোঝা ঠিক নয় যে, সকল বিস্তৃত উপকারী নেক আমলই ব্যক্তিগত নেক আমলের চেয়ে উত্তম। বরং অনেক আমল যেমন : নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ইত্যাদি মূলত ব্যক্তিগত আমল; তবুও এগুলো ইসলামের ভিত্তি ও মান-মর্যাদার পরিমাপক।

তাই উলামায়ে কিরামের একাংশ বলেন, 'সর্বোত্তম ইবাদত হলো, সর্বদা আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক আমলগুলো করা। যে সময় যে আমল করা দরকার এবং যে সময়ের সাথে যে আমল সম্পৃক্ত, সেই আমল করাই সর্বোত্তম ইবাদত।'[৬]

মানব-উপকার নবি-রাসুলদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য

অন্যের উপকার করা নবি-রাসুলদের অনুসরণীয় পথ-পদ্ধতি। যারা তাঁদের পথে চলেন, তাঁদের অনুসরণ করেন মানব-উপকার তাদের অন্যতম কর্তব্য। নবি-রাসুলগণ ছিলেন সর্বাধিক পরোপকারী মানুষ। তাঁরা মানুষকে আল্লাহর পথের দিশা দানকারী। অন্ধকার থেকে আলোর পথে আনয়নকারী। তাঁরা তাওহিদের প্রতি আহ্বান করে, তাওহিদের পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করে এ উপকার সাধন করেছেন। তাঁরা মানবজাতিকে সে পথের আহ্বান করে গেছেন, যে পথ অবলম্বন ব্যতীত ইহকাল-পরকালের কোথাও সম্মান ও সফলতার আশা করাই বৃথা।

আম্বিয়ায়ে কিরাম আ. তাঁদের জাতির কেবল পরকালীন উপকারই করেননি। বরং ইহকালীন বিষয়েও তাদের উপকার করেছেন। যেমন ইউসুফ আ. মিশরের তৎকালীন রাজা আজিজে মিশরের অর্থমন্ত্রী ছিলেন। তিনি সে দায়িত্বে থেকে দুর্ভিক্ষের সময় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে :

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

৫. সহিহুল বুখারি : ৪৭৭৬, সহিহ মুসলিম : ৫
৬. মাদারিজুস সালিকিন : ১/৮৫-৮৭

'সে (ইউসুফ) বলল, "আমাকে দেশের ধনভান্ডারের দায়িত্বে নিযুক্ত করুন। আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও অধিক জ্ঞানবান।"'[৭]

এ দায়িত্ব নিয়ে তিনি মানুষদের কল্যাণ সাধন করলেন; তাদের উপকার করলেন; তাদের দেশে বিরাজমান কয়েক বছরের দুঃখ, অভাব-অনটন ও দুর্ভিক্ষ থেকে তাদের মুক্ত করলেন।

এমনিভাবে মুসা আ. যখন মাদায়িন শহরে কূপের কাছে গেলেন, দেখলেন লোকেরা তাদের গৃহপালিত জন্তুগুলোকে পানি পান করাচ্ছে। কিন্তু দুজন দুর্বল নারীকে দেখতে পেলেন এক পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি কূপ থেকে পাথর সরিয়ে তাদের জন্য এবং তাদের বকরিগুলোর জন্য পানি পান করার ব্যবস্থা করে দিলেন।

আর প্রিয় নবি ﷺ-এর গুণকীর্তন বর্ণনায় খাদিজা رضي الله عنها বলতেন :

كَلَّا وَاللهِ مَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ،

'কখনো না। আল্লাহর শপথ! আল্লাহ কখনোই আপনাকে লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন, অক্ষম ব্যক্তির বোঝা বহন করেন, নিঃস্বদের জন্য উপার্জনের ব্যবস্থা করেন, অতিথিকে আপ্যায়ন করেন এবং হক পথের দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন।'[৮]

সাহাবায়ে কিরাম ও সালিহিন এ পথেরই পথিক ছিলেন

- আবু বকর رضي الله عنه। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে চলতেন। অসহায়দের সহায়তা করতেন। তাই তাঁর স্বজাতি যখন তাঁকে মাতৃভূমি থেকে বের করে দিতে চাইল, তখন মুশরিক ইবনুদ দাগিনাহ বলেছিল :

৭. সুরা ইউসুফ : ৫৫
৮. সহিহুল বুখারি : ৩

'তোমার মতো মানুষ বের হয়ে যাওয়া সমীচীন নয়! তোমার মতো মানুষকে বের করে দেওয়া যায় না। তুমি তো নিঃস্বদের জন্য উপার্জন করো। আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখো। অতিথিদের আপ্যায়ন করো। বিপদের সময় লোকজনকে সাহায্য করো।'[৯]

- উমর ﵁ বিধবাদের দেখাশুনা করতেন। রাতের বেলায়ও তাদের সেবা-যত্ন করতেন। পানি পান করাতেন।

- আলি বিন হুসাইন ﵀ রাতের আঁধারে মিসকিনদের বাড়ি বাড়ি রুটি নিয়ে যেতেন। তিনি যখন মারা গেলেন, তখন সে সকল মিসকিনের আহার্য আসা বন্ধ হয়ে গেল। ইবনে ইসহাক ﵀ বলেন, 'মদিনায় এমন কিছু মানুষ বাস করত, যারা নিজেরা জানত না যে, কোথা থেকে তাদের রিজিকের ব্যবস্থা হচ্ছে। যখন আলি বিন হুসাইন ﵀ ইনতিকাল করলেন, তখন তাদের নিকট আহার্য আসা বন্ধ হয়ে গেল। তখন তারা বুঝতে পারলেন।'[১০]

এই গর্বিত উম্মাহর সালাফে সালিহিন এমনই মহান ছিলেন। তাঁরা যখন সৃষ্টির সেবার কোনো না কোনো সুযোগ পেতেন, তখন যারপরনাই আনন্দিত হতেন। সেই দিনকে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ দিন মনে করতেন।

- সুফইয়ান সাওরি ﵀ বাড়িতে কোনো ভিক্ষুককে আসতে দেখলে অত্যন্ত আনন্দিত হতেন। বলতেন, 'সুস্বাগতম তোমায়, যে আমার পাপগুলো মুছে দিতে এসেছ।'

- ফুজাইল বিন ইয়াজ ﵀ বলতেন, 'যাদের আমরা সাহায্য করি, তারা আখিরাতে আমাদের পাথেয়গুলো নিয়ে আসবেন। কিয়ামতের দিন আমাদের আমলনামা বহন করে মিজানে নিয়ে রাখবেন।'

৯. সহিহুল বুখারি : ২১৮৫
১০. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ৪/৩৯৩

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বিস্মৃত উপকারী আমলের মহান প্রতিদান

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَالْعَصْرِ- إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ- إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

'কসম যুগের। নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু তারা নয়, যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয়, উপদেশ দেয় সবরের।'[১১]

শাইখ সাদি ﷺ বলেন :

'আল্লাহ তাআলা সময়ের তথা রাত ও দিনের শপথ করেছেন। আর এটিই মানুষের আমল ও ইবাদতের সময়। আল্লাহ তাআলা এই সময়ের কসম করে বলেন যে, সকল মানুষই ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত, তবে যারা চারটি গুণে গুণান্বিত হবে তারা ব্যতীত।

১. আল্লাহ তাআলা যেসব বিষয়ের প্রতি ইমান আনতে বলেছেন, সেগুলোর প্রতি ইমান আনা।

২. নেক আমল করা। এর দ্বারা সকল প্রকার নেক আমলই উদ্দেশ্য— প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, আল্লাহর হক ও বান্দার হক আদায় করা, মুসতাহাব-নফল, সুন্নাত আদায় করাসহ সকল নেক আমল এর অন্তর্ভুক্ত।

৩. সত্যের উপদেশ দেওয়া। যা ইমান ও নেক আমলেরই অংশ। অর্থাৎ মুমিনরা পরস্পরকে এসব ভালো কাজের জন্য উপদেশ দেবে, উৎসাহ দেবে এবং আগ্রহ-উদ্দীপনা জোগাবে।

---

১১. সুরা আল-আসর : ১-৩

৪. আল্লাহর আনুগত্যের ওপর, তাঁর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকার এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত তাকদিরের কষ্টকর সিদ্ধান্তগুলোর ওপর ধৈর্যধারণ করার উপদশ দেওয়া।

উপরোক্ত চারটি বিষয়ের মধ্যে প্রথম দুটির মাধ্যমে মানুষ তার নিজেকে পরিপূর্ণ করবে। আর পরবর্তী দুটি বিষয়ের মাধ্যমে অন্যকে পরিপূর্ণ করতে পারবে। আর এই চারটি বিষয় যদি কারও পূর্ণ হয়, তবেই সে মানুষটি ক্ষতি থেকে বাঁচতে পারবে এবং মহাপুরস্কার পেয়ে সফল হবে।'[১২]

অতএব এ কথা সুস্পষ্ট—অন্যের উপকারের চেষ্টা করা এবং পরস্পরকে সত্য ও ধৈর্যের উপদেশ ও নির্দেশনা দেওয়া মারাত্মক সে ক্ষতি থেকে বাঁচার উপায়।

রাসুল ﷺ বলেন, 'সর্বোত্তম মানুষ হলো যে মানুষের সর্বাধিক উপকার করে। জাবির বিন আব্দুল্লাহ আল-আনসারি ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেন :

الْمُؤْمِنُ يَأْلَفُ وَيُؤْلَفُ، وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَأْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ، وَخَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

'মুমিন ব্যক্তি অন্যকে ভালোবাসে এবং সে অন্যের ভালোবাসা পায়। যে অন্যকে ভালোবাসে না এবং সে অন্যের ভালোবাসা পায় না, তার মাঝে কোনো কল্যাণ নেই। যে মানুষের জন্য সর্বাধিক উপকারকারী, সে সর্বোত্তম মানুষ।'[১৩]

ইমাম মুনাবি ﷺ বলেন :

'যে মানুষের জন্য সর্বাধিক উপকারকারী, সে সর্বোত্তম মানুষ'—দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মানুষের প্রতি স্বীয় ধন-সম্পদ দান করে যে মানুষের উপকারে আসে;

১২. তাইসিরু কারিমির রহমান : ৯৩৪

১৩. আল-মুজামুল আওসাত, তাবারানি : ৫৭৮৭

কেননা, তারা আল্লাহর বান্দা। যে ব্যক্তি মানুষের উপকার করে, সে আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। বান্দাদের মধ্য থেকে কাউকে আল্লাহ তাআলা সম্পদশালী করেছেন, কাউকে করেননি। তাই যাদের তিনি সম্পদশালী করেছেন, তারা অন্যদের স্বীয় সম্পদ দ্বারা উপকার করবে। মানুষের বিপদ দূর করবে। এ বিপদ-দূরীকরণ দুনিয়াবি হতে পারে, আবার দ্বীনিও হতে পারে। তবে দ্বীনি উপকারই অধিকতর প্রতিদানযোগ্য ও চিরস্থায়ী।'[১৪]

ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন :

'বিবেক-বুদ্ধি মানুষের সৃষ্টিগত ফিতরাত। বিভিন্ন বৈপরীত্য ও নানা মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও সকল উম্মতের লব্ধ অভিজ্ঞতা হলো, আল্লাহর নৈকট্য লাভ, সৃষ্টির প্রতি দয়া ও সদাচরণ করা সকল প্রকার কল্যাণ লাভের অন্যতম মাধ্যম। আর এর বিপরীত করা সকল মন্দ আনয়নকারী। তাই আল্লাহর কথা মেনে চলা ও সৃষ্টির প্রতি সদাচরণ করা আল্লাহর নিয়ামত আনয়ন করে এবং সকল বিপদাপদ প্রতিহত করে।'[১৫]

০৩

ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ বলেন :

أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وَأَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا، أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا، وَلأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ لِي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ -يَعْنِي مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ- شَهْرًا، وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ كَتَمَ غَيْظَهُ، وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ، مَلأَ اللهُ قَلْبَهُ أَمْنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى يُثْبِتَهَا لَهُ، أَثْبَتَ اللهُ قَدَمَهُ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزُولُ فِيهِ الأَقْدَامُ

১৪. ফাইজুল কাদির : ৩/৪৮১
১৫. আল-জাওয়াবুল কাফি : ৯